দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 27 DEC 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 4

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা ॥ পদত্যাগের আহ্বান টিআইবির

স্টাফ রিপোর্টার ॥ গত সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে 'সহনশীল' মাত্রায় ঘুষ গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে তাকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ

(১৯ পৃষ্ঠা ৮ কঃ দেখুন)

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

(টিআইবি)। মঙ্গলবার টিআইবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মন্ত্রী নিজেকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তার এই সৎসাহসের যথার্থতার স্বার্থেই নৈতিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে পদত্যাগ করে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

গত রবিবার শিক্ষা ভবনে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে যারা প্রতিবেদন দেন, সেই কর্মকর্তাদের 'সহনশীল মাত্রা'য় ঘুষ খাওয়ার কথা বলেন। এ নিয়ে সমালোচনার মধ্যে পরে মন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয় মন্ত্রণালয়।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে তার নিজের বিভ্রান্তি ও হতাশার প্রতিফলন ঘটেছে বলে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবৃতিতে মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, মন্ত্রীর বক্তব্যে এটাও পরিষ্কার যে ইতোপূর্বে শিক্ষা খাতে টিআইবির একাধিক গবেষণায় উঠে আসা ব্যাপক মাত্রার দুর্নীতির চিত্র ও বিশ্লেষণকে তিনি শুধু ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার ও উপেক্ষাই করেননি বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় ও সুরক্ষা দিয়েছেন, যার ফলে তাকে এখন নিজেকে দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের হাতে জিম্মি ভাবতে হচ্ছে। তার যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সৎসাহস ও দৃঢ়তা থাকত তাহলে এরূপ অসহায়ত্বের মাধ্যমে দুর্নীতির আরও বিস্তার ঘটানোর প্রেসক্রিপশন দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। সেক্ষেত্রে তিনি তার দাবি অনুযায়ী দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতার কার্যকর প্রয়োগ করতে পারতেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ঢালাওভাবে সকল সরকারী কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা শিক্ষামন্ত্রী করেছেন তা অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের সকল সহকর্মীসহ নিজেকে চোর সম্বোধন জনমনে সরকার সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণার অবতারণা করেছে।